10 JAN 2017

তারাগঞ্জ প্রাথমিক শিক্ষা অফিস দুর্নীতির আখড়া

সংবাদদাতা, তারাগঞ্জ (রংপুর)

রংপুর তারাগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে নানাবিধ অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, অবসরপ্রাপ্ত সাধারণ শিক্ষকরা অবসর ভাতা চাইতে গেলেই তাদের শুনতে হয় কত টাকা দেবেন। টাকা দিলে কাজ হয়? না দিলে ঘুরতে হয় কয়েক মাস। এমন অভিযোগ করছেন, অবসারে যাওয়া কয়েকজন শিক্ষক, তারাগঞ্জ উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগম দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অফিস ফাঁকিসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি করে চলছে, এতে করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকা হয়রানির শিকার হচ্ছে মর্মে অভিযোগ উঠেছে।

তারাগঞ্জ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রয়াস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বলেন, যারা ছাত্রছাত্রীদের ন্যায় পরায়ন ও আদর্শ মানুষ গড়ার শিক্ষা দিয়ে এলেন যুগ যুগ ধরে তারাই আবার অনিয়ম দুর্নীতির কাছে মাথানত করে ঘুষ দিয়ে ন্যায্য পাওনা নিতে বাদ্য হচ্ছেন, এছাড়াও মডেল টেস্ট পরীক্ষা, শিক্ষক বদলি বাণিজ্য, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলো নিবন্ধনের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগম। সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, উপজেলা প্রাথমিক ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগম ছাত্রছাত্রীদের মডেল টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরবরাহের নামে ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা হতিয়ে নিয়েছেন। এছাড়াও শিক্ষা সহায়ক ভাতার আবেদনকারীদের কাছ থেকে প্রায় কয়েক হাজার টাকা নিয়ে আবেদন গ্রহণ করেন। উপজেলার হাড়িয়ারকুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ একাধিক শিক্ষকের নাম প্রকাশ না করার শর্থ দিয়ে কয়েকজন শিক্ষক, শিক্ষিকা বলেন, বাচ্চাদের শিক্ষা সহায়ক ভাতার জন্য আবেদন করলে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগম ৫শ' থেকে ২ হাজার টাকা দাবি করেন। সূত্র আরও জানায়, উপজেলা প্রাথমিক ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগমের কাছে নিয়ম অনিয়মের কোন প্রশ্ন নেই। টাকা দিলে সব অনিয়ম নিয়ম হয়ে যায়। বরাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়ামত আলী অভিযোগ করে বলেন, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কোন বিষয়ে কথা বলতে গেলে তিনি অফিস সহকারী কেলাক মোক্তার হোসেন (বড় বাবু) নামে পরিচিত তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন, সহকারী কেলাক হাতে দখিনা আদায় করেন ওই কর্মকর্তা।

এদিকে তারাগঞ্জ উপজেলায় ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠা বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম, নার্সারি প্রিপারেটরি ও কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিবন্ধনের নামে নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছেন মর্মে অভিযোগ উঠেছে, এছাড়াও শিক্ষকদের সুবিধাজনক বিদ্যালয়ে বদলিবাণিজ্য করে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ বনে গেছেন ওই কর্মকর্তা। এ ব্যাপারে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগমের কাছে এসব বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সব অভিয়োগ অস্বীকার করে বলেন, আমার এখন সময় নাই, আমি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করি, এ কথা বলে ওই কর্মকর্তা অফিস থেকে বাহির হয়ে যায়। রংপুর ২ বদরগুঞ্জ তারাগঞ্জ সংসদ সদস্য আহসানুল হক চৌধুরী ডিউক বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে ডিজিটালে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান উন্নতির লক্ষ্যে বারবার শিক্ষামন্ত্রীকে তাগিদ দিচ্ছে, আর যদি তারাগঞ্জ উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগম দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অফিস ফাঁকি বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি করে থাকে অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। এলাকাবাসী ও স্থানী সুধিসমাজ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ ওই দুর্নীতি বাজ প্রাথমিক কর্মকর্তা মিনারা বেগমের বিরুদ্ধে সরেজমিন তদন্ত করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।